"মিষ্টি বাচ্চারা - সর্বদা সৎপাত্রে দান করবে, ফালতু সময় অপচয় করবে না। প্রত্যেকের নাড়ি টিপে দেখো যে, শোনার সময় তার বৃত্তি কোথায় যায়"

*প্রশ্নঃ - পবিত্র দুনিয়াতে যাওয়ার জন্য তোমরা বাচ্চারা অত্যন্ত সতর্ক থাকো, কোন্ কোন্ বিষয়ে তোমাদের সতর্কতা অবলম্বন করতে হয় ?

*উত্তরঃ - গৃহস্থ ব্যবহারে কমলফুলের সমান থাকাই হল সবথেকে বড় সতর্কতা। আমাদের ত্যাগ হল সমগ্র পুরানো দুনিয়ার ত্যাগ। এক চোখে হল সুইট হোম, অন্য চোখে হল সুইট রাজধানী - এই পুরানো দুনিয়াকে দেখেও দেখবে না - এটাই হল অনেক বড় সতর্কতা, এই সতর্কতা অবলম্বন করলেই তোমরা পবিত্র দুনিয়াতে চলে যাবে।

*গীতঃ- ধৈর্য্য ধরো হে মন...

ওম্ শান্তি । গান শোনার সাথে সাথেই বাচ্চাদের খুশীর পারদ ঊর্ধ্বমুখী হওয়া উচিত, কেননা জগতে দুঃখ তো আছেই। মানুষ মাত্রই হল নাস্তিক অর্থাৎ বাবাকে জানে না। এখন তোমরা নাস্তিক থেকে আস্তিক হচ্ছ। বাচ্চারা তোমরা এখন জানো যে আমাদের সুখের দিন আসছে। যখন কোথায় যাবে তখন সবার আগে নিজের পরিচয় দিয়ে বলবে যে আমরা নিজেদেরকে কেন ব্রহ্মাকুমার-কুমারী বলে থাকি? ব্রহ্মা হলেন প্রজাপিতা, শিবের সন্তান। উচ্চ থেকে উচ্চতম সেই নিরাকারকে বলা হয়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকর তো হলেন তাঁর সন্তান। বিষ্ণু আর শংকরকে কখনও প্রজাপিতা বলা হয় না। প্রজাপিতা ব্রহ্মা এখানে আছেন। দেখো, এই পয়েন্ট ভালো করে ধারণ করো। লক্ষ্মী-নারায়ণ, রাধেকৃষ্ণকে প্রজাপিতা বলা হয় না। প্রজাপিতা ব্রহ্মার নাম সুপ্রসিদ্ধ। ইনি হলেন সাকার প্রজাপিতা। এখন, স্বর্গের রচয়িতা তো হলেন পরমপিতা পরমাত্মা শিব। স্বর্গের রচয়িতা ব্রহ্মা নন। নিরাকার পরমাত্মাই এসে প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা স্বর্গ রচনা করেন। আমরা হলাম তাঁর অগণিত বাচ্চা। আত্মা তো হল পরমপিতা শিবের সন্তান। বোঝানোর জন্য ভালো পদ্ধতি চাই। বলো, আমাদেরকে তিনি রাজযোগ শেখাচ্ছেন। ব্রহ্মার দ্বারা সৃষ্টির আদি, মধ্য, অন্তের রহস্য বোঝাচ্ছেন। তো প্রথমে এই ব্রহ্মা শোনেন। জগত অম্বাও শোনেন। আমরা হলাম বি.কে। গাওয়াও হয়, কন্যা সে, যে ২১ কুলের উদ্ধার করে, ২১ জন্ম সুখ প্রদান করে। আমরা পরমপিতা পরমাত্মার থেকে ২১ জন্ম সত্যযুগ ত্রেতাতে সুখ পাওয়ার জন্য উত্তরাধিকার নিচ্ছি। অবশ্যই সত্যযুগ ত্রেতাতে ভারত সদা সুখী ছিল, পবিত্রও ছিল, তো তিনি হলেন আমাদের বাবা, ইনি হলেন দাদা। এখন, যাঁর কাছে এতো সন্তান আছে তথাপি তাঁর কোনও উদ্বেগ নেই। কতো অসংখ্য বাচ্চা! আমাদেরকে ব্রহ্মার দ্বারা রাজযোগ শেখাচ্ছেন। এই অসীম জগতের বাবার থেকেই আমাদের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হচ্ছে। সমগ্র দুনিয়াই হল পতিত, তাকে পাবন করেন একমাত্র বাবা। পুরানো দুনিয়াকে পরিবর্তনকারী স্বর্গের রচয়িতা তিনি হলেন সদ্গুরু, সকলের সদ্গতিদাতা। নতুন দুনিয়াতে হল লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য। ভারতে যে দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিল, সেই দেবতারাই ৮৪ জন্ম নেয়, পুনরায় বর্ণও বলতে হয়। আগেই সময় চেয়ে নিতে হবে। বলো, এই কথাগুলিকে শান্তচিত্তে মন দিয়ে শুনুন। বুদ্ধিকে এদিকে-ওদিকে যেতে দেবেন না। ভাই এবং বোনেরা, বাস্তবে আপনারা সবাই হলেন শিবের সন্তান। প্রজাপিতা ব্রহ্মা তো হলেন এই বংশতালিকার মুখ্য। আমরা হলাম ব্রহ্মা মুখ বংশাবলি ব্রাহ্মণ, তাঁর থেকে উত্তরাধিকার নিচ্ছি। যোগবলের দ্বারা বিশ্বের রাজ্যভাগ্য প্রাপ্ত করি, নাকি বাহুবলের দ্বারা। আমরা ঘর-বাড়ি ত্যাগ করি না, আমরা তো নিজেদের ঘরেই থাকি। এটা হল মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার স্কুল। মানুষ তো কাউকে দেবতা বানাতে পারে না। এটা হলই পতিত দুনিয়া। জলের গঙ্গা তো পতিত-পাবনী নয়। বার-বার তাতে স্নান করতে যায়, পবিত্র হয়ই না। এরকমই রাবণেরও উদাহরণ আছে। বার-বার দহন করতে থাকে, রাবণ মরেই না। (কোর্সের) এই রাবণের চিত্রটিও নিয়ে যেতে হবে। কোনও বড় জায়গায় গেলে তো এলবামও নিয়ে যেতে হবে। দেখো, এরা সবাই হল বাচ্চা। সকলেই পবিত্র থাকার প্রতিজ্ঞা করেছে। বাস্তবে সবাই হল ব্রহ্মার সন্তান। প্রজাপিতা ব্রহ্মা হলেন এই বংশতালিকার হেড (মুখ্য)। প্র্যাক্টিক্যালে আমরা সবাই হলাম ব্রহ্মাকুমার-কুমারী, তোমরাও তাই, কিন্তু তোমরা তাঁর পরিচয় জানতে না। এখন দুনিয়াতে কেউ সত্যিকারের ব্রাহ্মণ নেই। সত্যিকারের ব্রাহ্মণ হলাম আমরা। রাজ্যও আমরা পাই। তারপর এটা হল ব্রাহ্মণদের বংশতালিকা। ব্রাহ্মণ হল টিকি। বাচ্চাদেরকে বোঝানো হয়েছে যে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান নয়, সে তো সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম নেয়। ৮৪ জন্ম পূর্ণ করে পুণরায় দেবতা হতে হবে। কে বানাবেন? বাবা বানাবেন। আমরা তাঁর থেকে রাজযোগ শিখছি। তাঁরই মহিমা আছে, - "এক ওঁকার..." তিনি হলেন নিরাকার, নিরহংকারী। তাঁকে এসে সার্ভিস করতে হয়। পতিত দুনিয়া পতিত শরীরে আসেন।

এখন সেই গীতা এপিসোড রিপিট হচ্ছে। মহাযুদ্ধ লেগেছিল। সবাই মশার মতো গিয়েছিলো। এখন হল সেই সময়। পরমপিতা পরমাত্মা শিব ভগবানুবাচ, তিনি হলেন রচয়িতা। স্বর্গে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিল। সৃষ্টিকে সতোপ্রধান বানানো বাবারই কর্তব্য। আমরা তাঁকে বাবা বাবা বলি। তিনি অবশ্যই আসেন, শিবরাত্রিও পালিত হয়। এর অর্থও বোঝাতে হবে। পয়েন্টস্ নোট করে ধারণ করতে হবে। পয়েন্টস্ বুদ্ধিতে রাখতে হবে। কন্যাদের বুদ্ধি তো ভালো হয়। কুমারীদের পা ধুয়ে দেয়। কুমার কুমারী দুজনেই পবিত্র তাহলে শুধু কুমারীদেরই কেন নাম গাওয়া হয়? কেননা তোমাদের এখন যে গায়ন আছে - কুমারী সে, যে ২১ কুলের উদ্ধার করে, তো সেই সম্মান এখনও চলে আসছে। আমরা ভারতের আধ্যাত্মিক সেবা করি। আমাদের উস্তাদ, সহায়ক হলেন পরমপিতা পরমাত্মা। তাঁর থেকে আমরা যোগবলের দ্বারা শক্তি গ্রহণ করি, যার দ্বারা আমরা ২১ জন্ম এভারহেল্দী হই। এটার গ্যারান্টি আছে। কলিযুগে তো সবাই হল রুগী, আয়ুও কম। সত্যযুগে এতো বড় আয়ু কোথা থেকে আসে? এই রাজযোগের দ্বারা বড় আয়ুষ্মান হয়। সেখানে অকালে মৃত্যু হয় না। এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর নেয়। শিববাবার স্মরণে থেকে এই দেহ সহ দেহের সব সম্বন্ধগুলিকে ভুলে যেতে হবে। বুদ্ধির দ্বারা আমরা অসীম জগতের ত্যাগ করি। আমাদের হল বুদ্ধিযোগের দ্বারা আত্মিক যাত্রা। শারীরিক যাত্রা তো মানুষ শেখায়। বুদ্ধির যাত্রা বাবা ছাড়া আর কেউ শেখাতে পারে না। যারা রাজযোগ শিখছে, তারাই স্বর্গে আসবে। এখন পুনরায় স্যাপলিং লাগছে। আমরা সবাই হলাম সেই বাবার বাচ্চা, শিববাবার থেকে আমাদের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। এই দাদাও শিববাবার থেকে উত্তরাধিকার নিচ্ছেন। তোমরাও অসীম জগতের বাবার থেকে উত্তরাধিকার গ্রহণ করো। এটা হল বড় হাসপাতাল। আমরা ২১ জন্মের জন্য আর রুগী হবো না। আমরা ভারতের সত্যিকারের সেবা করছি, এইজন্য গায়ন আছে শিব শক্তি সেনা।

এখন বাবা বলছেন - স্মরণের দ্বারা নিজের বিকর্ম বিনাশ করো তাহলে আত্মা শুদ্ধ হয়ে যাবে আর জ্ঞান ধারণ করলে তোমরা চক্রবর্তী রাজা হয়ে যাবে। আমরা পবিত্র হলে লক্ষ্মীকে অথবা নারায়ণকেও বরণ করতে পারবো। সর্বগুণ সম্পন্ন, সম্পূর্ণ নির্বিকারী এখানে না হলে তো লক্ষ্মী-নারায়ণকে কিভাবে বরণ করবে? এইজন্য বলা হয়, আয়নায় নিজেকে দেখো - লক্ষ্মী-নারায়ণকে বরণ করার যোগ্য হয়েছো? সম্পূর্ণ মোহমুক্ত না হলে তো লক্ষ্মীকে বরণ করতে পারবে না আর প্রজা হতে হবে। শিববাবাকেও পরমধাম থেকে আসতে হয়। অবশ্যই পতিত দুনিয়াতেই আসবেন এবং পাবন বানিয়ে নিয়ে যাবেন। এখানে আমরা অনেক বিষয়ে সতর্ক থাকি। আমাদের এক চোখে সুইট হোম আর অন্য চোখে সুইট রাজধানী। আমাদের ত্যাগ হল সমগ্র দুনিয়ার ত্যাগ। ঘর গৃহস্থে থেকে কমল ফুলের সমান পবিত্র থাকি। বৃদ্ধ অবস্থায় মনে করে - বাণপ্রস্থে চলো, মুক্তিধামের জন্য পুরুষার্থ করি। এই সময় তো সকলেরই হল বাণপ্রস্থ অবস্থা। প্রত্যেকের অধিকার আছে বাবার থেকে উত্তরাধিকার নেওয়ার। দুঃখধামকে ভুলে যেতে হবে। এটা হল বুদ্ধির দ্বারা ত্যাগ। আমরা পুরানো দুনিয়াকে বুদ্ধির দ্বারা ভুলে গিয়ে নতুন দুনিয়াকে স্মরণ করি। তারপর অন্ত মতি অনুসারে গতি হয়ে যায়। এটা হল সবথেকে বড় গড় ফাদারলি ইউনিভার্সিটি। ভগবানুবাচ - আমি রাজযোগ শিখিয়ে মানুষ থেকে দেবতা বানাচ্ছি। এইরকম ভাবে বোঝাতে হবে। বলো, আমি যা কিছু শোনাচ্ছি, তা বসে মন দিয়ে শুনুন। কথার মাঝে প্রশ্ন করলে সেই প্রবাহ ভেঙে যায়। আমি আপনাদেরকে সমগ্র সৃষ্টিচক্রের রহস্য বোঝাচ্ছি, ড্রামাতে শিববাবার কি ভূমিকা, লক্ষ্মী-নারায়ণ কে, আমাদের সকলের জীবন কাহিনী বলবো। প্রত্যেকের নাড়ি দেখতে হবে। সেই সময় তাদের মনের মধ্যে কি চিন্তা চলছে সেটা বুঝতে হবে - ঠিক করে শুনছে নাকি গরম তাওয়া (কড়াই) হয়ে বসে আছে? এদিক-ওদিক দেখছে না তো? এখানে বাবাও দেখছেন কে কে সামনে বসে খুশীতে নৃত্য করছে, এটা হল জ্ঞানের ডান্স। লৌকিক স্কুল তো অনেক ছোটো হয়, যাতে টিচার ভালো ভাবে সকলের উপর নজর রাখতে পারেন আর নম্বরের ক্রমানুসারে বসতে বলেন, এখানে তো অনেক স্টুডেন্ট, নম্বরের ক্রমানুসারে বসতে পারবে না। তো দেখতে হবে কারোর বুদ্ধি কোথাও উদ্ভ্রান্ত হচ্ছে না তো? হসছে? খুশীর পারদ চড়ছে? মন দিয়ে শুনছে? দান সর্বদা সৎপাত্রকে দিতে হবে। ফালতু সময় নষ্ট করবে না। নাড়ি টিপে দেখার জন্যও অনেক বুদ্ধি চাই। সাধারন মানুষ তো ভয় পায় - মুখ্যতঃ সিন্ধীরা মনে করে - কোথাও বিকে রা যেন জাদু না করে দেয় এইজন্য সামনে দেখেও না।

শিববাবা বোঝাচ্ছেন - তোমরা ব্রাহ্মণরাই ত্রিকালদর্শী হও, তারপর আবার বর্ণের রহস্যও বুঝতে হবে। আমিই সেই.. এর অর্থও বোঝাতে হবে। আমি আত্মা তথা পরমাত্মা বলা ভুল। কেউ আবার ব্রহ্মকেও মান্য করে। বলে - অহম্ ব্রহ্মাস্মি। মায়া তো হল ৫ বিকার। আমি ব্রহ্মকে মান্য করি। এখন, ব্রহ্ম তো হল মহাতত্ব, যেটা আমাদের থাকার স্থান। যেরকম হিন্দুস্থানের বাসিন্দারা নিজেদেরকে হিন্দু বলে দেয়, সেইরকম তারাও ব্রহ্মতত্বকে বলে দেয় যে আমিই হলাম ব্রহ্ম। বাবার মহিমা হল আলাদা। সর্বগুণ সম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পন্ন... এই মহিমা হল দেবতাদের। আত্মা যখন শরীরের সাথে থাকে তখন তার মহিমা করা হয়। আত্মাই পতিত অথবা পাবন হয়। আত্মাকে নির্লেপ বলা যাবে না। এত ছোটো আত্মার মধ্যে

৮৪ জন্মের পার্ট আছে। তাকে নির্লেপ কিভাবে বলবে?

এখন বাবা পীস স্থাপন করছেন তো তোমরা বাচ্চারা বাবাকে কি প্রাইজ দেবে? তিনি তোমাদেরকে ২১ জন্মের স্বর্গের রাজধানীর প্রাইজ দিচ্ছেন। তোমরা বাবাকে কি দিতে চাও? যে যত প্রাইজ বাবাকে দেবে সে ততই প্রাইজ বাবার থেকে নেবে। সবার আগে ইনি প্রাইজ দিয়েছেন। শিববাবা তো হলেন দাতা। রাজারা কখনও হাতে কিছু নেন না। তাকে অন্নদাতা বলা হয়। মানুষকে দাতা বলা হয় না। যদিও তোমরা সন্ন্যাসীদের দান করো কিন্তু রিটার্ন ফল তো সেই শিববাবা দাতাই প্রদান করেন। বলে যে সবকিছু ঈশ্বর দিয়েছেন, ঈশ্বরই নিয়ে নেবেন। তাহলে কেউ মারা গেলে কলন ক্রন্দন করো? কিন্তু না তিনি দেন আর না তিনি নিয়ে নেন

তাকে তো লৌকিক মা-বাবা জন্ম দেন। যখন সে মারা যায় তখন তাদেরই দুঃখ হয়। যদি ঈশ্বর দেন আর ঈশ্বরই নিয়ে নেন তাহলে দুঃখ কেন হয়? বাবা বলেন আমি তো সুখ দুঃখ থেকে পৃথক থাকি। তো এই দাদা নিজের সবকিছু অর্পণ করেছেন এইজন্য ফুল প্রাইজও নিচ্ছেন। কন্যাদের কাছে তো কিছুই নেই। যদি তাদের মা বাবা দেয় তাহলে তারা সেটা শিববাবাকে দিতে পারে। যেরকম মাম্মাও গরীব ছিলেন, তারপর দেখো কত তীব্র পুরুষার্থ করে এগিয়ে গেছেন। তন-মন-ধন দিয়ে সেবা করছেন।

তোমরা জানো যে আমরা সুখধাম যাচ্ছি ভায়া শান্তিধাম। যতক্ষণ আমরা বাবার কাছে না যাবো, তত তাড়াতাড়ি আমরা শ্বশুর বাড়িতেও আসতে পারবো না। পিতৃগৃহে তো বসে আছি। প্রথমে বাবার কাছে যাবো তারপর শ্বশুর বাড়িতে আসবো। এখানে হল শোক বাটিকা, সত্যযুগ হল অশোক বাটিকা। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) এই বাণপ্রস্থ অবস্থাতে সুইট হোম আর সুইট রাজধানীকে স্মরণ করা ছাড়া বাকি সবকিছু বুদ্ধি দিয়ে ভুলে যেতে হবে। সম্পূর্ণ মোহমুক্ত হতে হবে।

২) বুদ্ধিযোগের দ্বারা অসীম জগতের ত্যাগ করে আত্মিক যাত্রা করতে হবে। শ্রীমতে চলে পবিত্র হয়ে ভারতের সত্যিকারের সেবা করতে হবে।

বরদানঃ- শ্রেষ্ঠ কর্মরূপী বৃক্ষের ডালে আঁটোসাটো হয়ে বসে না থেকে উড়ন্ত পাখি হয়ে হিরো পার্টধারী ভব

সঙ্গমযুগে যে শ্রেষ্ঠ কর্ম করছো - এই শ্রেষ্ঠ কর্ম হল হিরের ডাল (বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা)। সঙ্গম যুগের যেরকমই কর্ম হোক, কিন্তু শ্রেষ্ঠ কর্মের বন্ধনেও ফেঁসে যাওয়া অথবা পার্থিব জাগতিক বস্তুর প্রতি কামনা রাখা - এটা হল সোনার শিকল। এই সোনার শিকল বা হিরের শাখা-প্রশাখায় ঝুলতে থেকো না। কেননা, বন্ধন তো বন্ধন-ই হয়, সেইজন্য বাপদাদা সবাইকে উড়ন্ত পাখির স্মরণ করাচ্ছেন যে সকল বন্ধন অর্থাৎ পার্থিব জগতের সবকিছুকে অতিক্রম করে হিরো পার্টধারী হও।

স্লোগানঃ- অন্তরের স্থিতির দর্পণ হল মুখমন্ডল, মুখমন্ডল কখনো উদাসীন না হয়, খুশীতে ভরপুর যেন থাকে ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent

2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;